বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ ... 24 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ... ৯ .....

পয়লা বৈশাখে ছাত্রী লাঞ্ছনা

জাবি ছাত্রলীগের পাঁচ কর্মী আজীবন বহিষ্কার

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পয়লা বৈশাখে এক আদিবাসী ছাত্রীকে লাঞ্ছিতের ঘটনায় পাঁচ ছাত্রকে আজীবন বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত রাতে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাত সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক বাংলাদেশ প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, ১৪ এপ্রিল পয়লা বৈশাখ সন্ধ্যায় আবাসিক হলে ফেরার পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌরঙ্গি মোড়ে এক আদিবাসী ছাত্রী ও তার বন্ধুকে পথরোধ করেন ছাত্রলীগের পাঁচ নেতা-কর্মী। এ সময় নেতা-কর্মীরা এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

জাবি ছাত্রলীগের

পেছনের পৃষ্ঠার পর

ওই ছাত্রীর বন্ধুকে মারধর করেন এবং ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন আচরণ, শাড়ি ও হাত ধরে টানাটানি করেন। তারা মোবাইল ফোন সেট এবং টাকাও ছিনিয়ে নেন। ঘটনায় পরদিন ওই ছাত্রী উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন। পরে উপাচার্য নিজ ক্ষমতাবলে আট ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেন। পাশাপাশি তদন্তের জন্য উপাচার্য এ ঘটনাটিকে যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেলে হস্তান্তর করেন। সেলের তদন্তের ভিত্তিতে গতকাল অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্ট্যাডিজ বিভাগের ৪২তম ব্যাচের নিশাত ইসলাম বিজয়, শহীদ সালাম-বরকত হল শাখার প্রচার সম্পাদক ও রসায়ন বিভাগের ৪২তম ব্যাচের নাফিজ ইমতিয়াজ, ছাত্রলীগ কর্মী রাকিব হাসান (ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, ৪৩তম ব্যাচ), আবদুর রহমান ইফতি ও নুরুল কবির (নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ৪৩তম ব্যাচ)। তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সালাম-বরকত হলের আবাসিক ছাত্র। এক সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, পয়লা বৈশাখে ছাত্রীকে লাঞ্ছিত, মারধর ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় তাদের আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। এদিকে এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে গত রাতেই ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল করেছেন 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তারা বলেন, 'আমাদের আন্দোলন সার্থক হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দাবি— অভিযুক্তরা যেন আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারেন।'